অসহায় জীবন কাটাচ্ছেন প্রতিবন্ধী সজীব

মাত্র ২১ বছর বয়সে বদলে যায় সজীবের জীবন। এক সুবহে সাদিকের সময় ঘুম থেকে উঠে তিনি অনুভব করেন, শরীরে আর কোনো শক্তি নেই। সেই থেকেই শুরু হয় তার প্রতিবন্ধী জীবন।

সুস্থ হওয়ার আশায় যশোর, রাজশাহী ও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা নিলেও তার অবস্থার স্থায়ী কোনো উন্নতি হয়নি। চিকিৎসকদের মতে, তাকে আমৃত্যু ওষুধ সেবন করতে হবে। এরই মধ্যে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঘা-পাচড়ার মতো অজ্ঞাত একটি রোগও দেখা দিয়েছে, যা তার দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও দারিদ্র্যের কারণে ভেঙে পড়েছে তার পারিবারিক জীবনও। দীর্ঘদিন আগেই স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। বর্তমানে তিনি অন্যের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করেই জীবনযাপন করছেন।

সরকারি প্রতিবন্ধী কার্ড পাওয়ার আশায় নিজেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে আবেদন করেছিলেন সজীব। কিন্তু আবেদন করার প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেলেও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ের চূড়ান্ত তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সর্বশেষ দারিয়াপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রাসেল আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে যান। এ বিষয়ে ইউপি সদস্য রাসেল আহমেদ বলেন, প্রতিবন্ধী কার্ড না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে ইউনিয়ন সমাজকর্মী রবিউল ইসলাম জানান, বিষয়টি সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাই বিস্তারিত বলতে পারবেন।

এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসানের কাছে আবেদনটি বাতিল হওয়ার কারণ এবং প্রতিবন্ধী ভাতার পে-রোলে নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

এদিকে সজীবের মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। সংগঠনটির দাবি, সজীবের শারীরিক

অবস্থা যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি যদি প্রতিবন্ধী সনদের যোগ্য হন, তবে দ্রুত তার নামে প্রতিবন্ধী সনদ ও কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলোর স্মারকলিপি প্রদান

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ১ হাজার ৭৭২টি অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শাখার ‘সভাপতি ইনামুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক রূপালী খাতুন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, দেশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনে এসব বিদ্যালয়ের অবদান অপরিহার্য।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়স গুলোকে সরকারিভাবে স্বীকৃতির আওতায় আনার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ ও ২০১৯ সালে বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির জন্য অনলাইন আবেদন আহ্বান করা

হয়।

সেই প্রক্রিয়ায় মোট ২ হাজার ৭৪১টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে, যার মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই শেষে ১ হাজার ৭৭২টি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।

তবে স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয় যে, ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত এসব বিদ্যালয়ের পরিদর্শন কার্যক্রম অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

স্মারকলিপিতে অবিলম্বে এসব বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির কার্যকর নির্দেশনা জারি করার জন্য জোর দাবি জানানো হয়। বলা হয়, “রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি নিশ্চিত হলে শিক্ষকরা না খেয়ে থাকবেন না এবং প্রতিবন্ধী শিশুরাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে না।”

চুয়াডাঙ্গায় ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার নির্বাচিত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসের ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ও শ্রেষ্ঠ এসআই নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এসআই মাসুদুর রহমান।

গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত কল্যাণ সভা অনুষ্ঠানে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

পলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ ফেব্রুয়ারী মাসে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ সর্বোচ্চ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। জেলার মধ্যে বেশিরভাগ ওয়ারেন্ট আসামী গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল করেন।

দর্শনা থানাধীন বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলর ঘটনার মূল আসামি গ্রেফতার এসব ঘটনার রহস্য উদঘাটন অন্যান্য আসামি গ্রেফতার সহ লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে সাফল্য দেখিয়েছে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন এলাকার নিয়মিত মামলার এজাহার নামীয় আসামি গ্রেফতার করে। এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা ইত্যাদি ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরপ চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার সুযোগ্য অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর, শ্রেষ্ঠ এসআই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ মাসুদুর রহমান, শ্রেষ্ঠ এএসআই নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ আরিফুল ইসলাম।

কল্যাণ সভা অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিতরণী করে ক্রেস্ট প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশের সুযোগ্য পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা বিপিএম সেবা এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্রাইম জনাব কনক কুমার, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর) সার্কেল জাকিয়া সুলতানা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানার অফিসার ইনচার্জ সহ পুলিশের কর্মকর্তা বৃন্দ।

মেহেরপুরে মানবাধিকার রক্ষায় দিলারা পারভীনের অনন্য স্বীকৃতি

মেহেরপুর জেলার মানবাধিকার ও সমাজসেবার অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীন ‘মানবিক কন্যা’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

এটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় স্বীকৃতি, যা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও মানবিকতার নিদর্শন বহন করে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে শনিবার (১ মার্চ ) বিকেলে শহরের শরীফ আহমেদের আম্র কাননে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল আজিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যবসায়ী মোঃ মশিউর রহমান খান ও সমাজসেবক মোঃ মুক্তার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক শরিফ আহমেদ।

এছাড়াও এসময় সাংবাদিক রফিকুল আলম, মোঃ আজমাইন হোসেন, মেরিয়েন শুভ্রতা, সমাজসেবী নিলুফার ইয়াসমিনউপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, যারা মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। মানবতার সেবায় দিলারা পারভীনের এই অবদান শুধু মেহেরপুর নয়, পুরো দেশবাসীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর এই অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মনিবেদন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে দিলারা পারভীনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির দাবীতে মহাসমাবেশ

১৯৭১ সালে পাকিস্তান কারাগারে যুদ্ধ বন্দি সকল অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় এ